40

তারিখ ... 11 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

১৮ মহিলা কলেজ সরকারীকরণে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দু'বছরেও কার্যকর হয়নি

বিপ্লব বড়ুয়া ঃ জেলা সদর পর্যায়ের ১৮টি মহিলা কলেজকে সরকারী করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেয়ার পরও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে গত দু'বছরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফাইল চালাচালির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য দেশের জেলা সদরে অবস্থিত সব মহিলা কলেজকে সরকারীকরণের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিগত দু'টি সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে সরকারীকরণের কারণে এবং আত্মীকৃত শিক্ষক বনাম শিক্ষা ক্যাডার বিরোধের মধ্যে নতুন জটিলতা সৃষ্টির আশংকায় নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণে নীতিগতভাবে বিরোধী হলেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা কলেজগুলোর বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে মন্ত্রণালয় সরকারীকরণের জন্য জেলা সদর পর্যায়ের ১৮টি মহিলা কলেজের নাম তালিকাভুক্ত করে। কলেজগুলো হচ্ছে- গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেসা মহিলা কলেজ, মাদারীপুর সুফিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শরিয়তপুর গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজ, গাজীপুর মহিলা কলেজ, বরগুনা মহিলা কলেজ, ঝালকাঠি মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী আদর্শ মহিলা কলেজ, মাগুরা মহিলা কলেজ, নড়াইল মহিলা কলেজ, লক্ষ্মীপুর মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা আদর্শ মহিলা কলেজ, হবিগঞ্জ মহিলা কলেজ, সুনামগঞ্জ মহিলা কলেজ, মৌলভীবাজার মহিলা কলেজ, পঞ্চগড় মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট মাজিদা খাতুন মহিলা মহাবিদ্যালয়; রাঙ্গামাটি মহিলা কলেজ ও কক্সবাজার মহিলা কলেজ।

উল্লেখ্য, এসব জেলা শহরে কোন সরকারী মহিলা কলেজ নেই। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর কলেজ জাতীয়করণের প্রচলিত নিয়মে ১৮টি কলেজকে সরকারীকরণের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবং সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদ সৃষ্টির সরকারী আদেশ (জিও) জারি করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর গত বছরের অক্টোবর মাসে মহিলা কলেজসমূহের কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আত্মীকরণপূর্বক এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু গত এক বছরেও প্রস্তাবিত সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্মীকরণ করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রভাবশালী আমলা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অকার্যকর করতে আইনগত কারসাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের কার্যক্রম নিয়ে আদালতে কোন মামলা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্মীকরণের বিষয়টি আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। আইন মন্ত্রণালয়ে গত মে মাসে 'আত্মীকরণ করতে কোন আইনগত বাধা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না' মর্মে মতামত প্রদান করে। আইন মন্ত্রণালয়ের এই মতামতের পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টির ওপর মতামত দেয়ার জন্য নথিটি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে প্রেরণ করে। অ্যাটর্নি জেনারেল (ভারপ্রাপ্ত) আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়া গত ১৬ জুলাই '১৯৮১ সালের রুলস্-এর অধীনে জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের আত্মীকরণ করা যাইবে না এমন কোন আদেশ হাইকোর্ট বিভাগ দিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না' মর্মে মতামত দেন। এই মতামতের পরও মাহমুদুল ইসলাম নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফাইলটি দ্বিতীয়বারের মত অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে পাঠায়। যেন সংশ্লিষ্ট অফিস নয়, ব্যক্তির মতামতই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বড়।

তবে দ্বিতীয়বার পাঠানোর পরও অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের পূর্বের মতামতের কোন হেরফের হয়নি। অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম গত ২১ সেপ্টেম্বর 'আত্মীকরণ বিধিমালা ১৯৮১ অনুযায়ী জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের আত্মীকরণ করতে কোন বাধা নেই' মর্মে মতামত প্রদান করেন। এরপরও বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় [illegible]।

এদিকে জেলা সদরের ১৮টি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ বাস্তবায়ন কমিটি আইন মন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি-জেনারেলের আইনগত মতামতের নামে অপ্রয়োজনীয় কারণে সময় ক্ষেপণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং কলেজ শাখায় নিয়োজিত একজন উপসচিবকে দায়ী করেছেন। জানা যায়, এই উপসচিব এরশাদ সরকারের আমলে একজন মন্ত্রীর একান্ত সচিব ছিলেন। সচিবালয়ে তার দাপট অনেক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক একজন প্রাক্তন সচিব হওয়ায় তিনিও মন্ত্রণালয়ের এসব ক্ষমতাধর আমলাকে সমঝে চলেন বলে শোনা যায়।